

সুবিধাবন্ধিত শিশুদের সুরক্ষা: আমাদের অগ্রাধিকার

মো. খালিদ হাসান

সৈকতের গা থেঁথে মেরিন ডাইভ। একপাশে পাহাড়, অন্যপাশে সুনীল সমুদ্র। রোদ ঝলমলে দিনের শেষে সন্ধ্যা নামার অপেক্ষা। দিগন্তে অস্তগামী সূর্য তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে পশ্চিম আকাশে। প্রকৃতির যেন এক সুনিপুণ শিল্পী তুলির আঁচড়ে প্রতিমুহূর্তে বদলে দিচ্ছে দৃশ্যপট। সৈকতে ছড়িয়ে থাকা পর্যটকদের ক্যামেরাগুলো ব্যস্ত। সূর্যাস্তের এই অসাধারণ দৃশ্যকে বন্দি করার প্রয়াসে। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই সূর্য বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশিতে মিলিয়ে গেল।

কক্সবাজারের পাঠুয়ারটেকের সৈকত প্রতিদিন একইভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আবার সন্ধ্যা নামতেই সব কেমন যেন স্তুক হয়ে যায়। সৈকতের এই একধোয়ে জীবনচক্রের অংশ হয়ে উঠেছে ছেট্ট সবুজও। বয়স পাঁচ কিংবা ছয় হবে কিন্তু জীবন তাকে অনেক আগেই বড়ো করে তুলেছে। মাথার চুল এলোমেলো, গায়ের রং শ্যামলা হলেও রোদে পুড়ে তা যেন আরও ফ্যাকাশে। পরনে এক টুকরো হেঁড়া জামা, পায়ে ফিতা বদলানো স্পঞ্জের স্যান্ডেল। ডানে হাতে এক ঝুড়ি আনারকলি ফল, বাম হাতে বেতের তৈরি গোলাকার স্ট্যান্ড নিয়ে নিত্যদিনের মতো সৈকতের পাড়ে ভেসে চলে।

সবুজের বাবা বছর দুয়েক আগে মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছিলেন। সেই যে গেছেন আর ফেরেননি। প্রথম প্রথম বাবার ফেরার অপেক্ষায় ছিল সবুজ, কিন্তু আস্তে আস্তে সে বুরো গেছে বাবা আর ফিরবেন না। মায়ের মুখে শোনা নানা গল্পে সমুদ্র যে কত ভয়ংকর হতে পারে, সে কথা তার জানা হয়ে গেছে। মা সৈকতে পান-বিড়ি বিক্রি করেন। আয় যা হয় তাতে দুজনের সংসারে তিনবেলার ভাত জোটে না। সবুজের হাতে আনারকলি ফলের ঝুড়ি ধরিয়ে দেন বাড়তি কিছু পয়সা আয়ের আশায়। মায়ের চোখে যে বেদনা সে তা বুরতে পারে কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্য তার নেই।

সবুজের মতো আরও অনেক শিশুর জন্য কক্সবাজারের সৈকত নিছক পর্যটনকেন্দ্র নয় বরং তাদের জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে প্রতিদিন এমন অসংখ্য শিশু কাজ করে যারা পর্যটকদের কাছে সামান্য কিছু বিক্রি করে বা শরীর মেসেজ করে পরিবারের অন্ন জোগানোর চেষ্টা করছে। তাদের চোখে-মুখে ঝাঁপ্তি আর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছাপ।

কক্সবাজারসহ সারাদেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে পথশিশুদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরুহ। ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো (বিবিএস) ‘সার্ভে অন স্প্রিট চিলডেন ২০২২’ শীর্ষক জরিপ প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালে। জরিপে রাষ্ট্রাধাটে বসবাসকারী শিশুদের মোট সংখ্যা না থাকলেও ইউনিসেফ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এ সংখ্যা দশ লক্ষাধিক হতে পারে। ৯০ শতাংশ ছিমুল শিশুশ্রমে জড়িত। ছেলেদের মধ্যে ৯২ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ বিভিন্ন কাজে জড়িত। সমীক্ষার তথ্য বলছে, প্রতি ৫ জনে একজন ছিমুল শিশু ভাঙারি সামগ্ৰী সংগ্ৰহ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরপৰ সবচেয়ে বেশি জড়িত ভিক্ষাবৃত্তিতে। এছাড়া ১৫ শতাংশ শিশু দোকান, রেষ্টোৱা, চায়ের দোকানে কাজ করে এবং ৯ শতাংশ শিশু পথেঘাটে ফেরি করে বেড়ায়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱোর (বিবিএস) প্রকাশিত পথশিশু জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, প্রধানত ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ পথশিশু দারিদ্র্য। এই শিশুরা বেশিরভাগই জীবনের প্রথম ধাপ থেকেই বাধ্য হয় কাজ করতে। জরিপের তথ্য বলছে, ছিমুল শিশুরা কুলির কাজ, পরিবহণ শ্রমিকের কাজ, গাড়ি মেরামত, কলকারখানা, গৃহকর্মী, পানি বিক্রি, ফুল বিক্রি, নির্মাণ কাজ, গাড়ি ধোয়া, ময়লা সংগ্ৰহ এবং টয়লেট পরিষ্কারসহ নানা কাজে নিয়োজিত আছে। অথচ কর্মক্ষেত্ৰে যোগদানের সৰ্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমৰ্থন করেছে বাংলাদেশ। এই কনভেনশন অনুসারে ১৪ বছরের নিচে কাউকে কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। পড়াশোনার সুযোগ কিংবা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর অবসর তাদের হয়ে ওঠে না। প্রাথমিক শিক্ষা তো দূৰের কথা, নৈতিক শিক্ষাও পায় না। যে কারণে কোনটা ন্যায় বা অন্যায় তারা বুৰতে পারে না। এতে করে নানা ধরনের অপরাধেও জড়িয়ে যাচ্ছে ছিমুল শিশুরা। পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা, উপার্জনের তাগিদ এবং অননুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশ পথশিশু প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের শিক্ষাগ্রহণ করছে না। কক্সবাজারে এই হার আরও কম কেননা এখানকার শিশুরা পর্যটকদের উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিদিনের উপার্জন তাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্ৰেও ছিমুল শিশুরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অপুষ্টি, সংক্রমণ, এবং পানিবাহিত রোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে অনেক বেশি। বিশেষ করে অপুষ্টিজনিত সমস্যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এছাড়া অপর্যাপ্ত সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার সুযোগে অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে। ছিমুল শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অনেক সময় স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার সামর্থ্যও তাদের থাকে না।

কক্সবাজারের মতো পর্যটন এলাকায় ছিমুল শিশুদের জন্য আরও একটি বড় ঝুঁকি হলো শোষণ এবং পাচারের সমুহ সম্ভবনা। পর্যটকদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও হয়রানির ঘটনা হরহামেশাই ঘটে থাকে। অনেকে শিশুশ্রমে বাধ্য হয় একইসাথে ন্যায় মজুরি থেকেও বঞ্চিত থাকে। ৭৯ শতাংশ পথশিশু জীবনের কোনো একপর্যায়ে মানসিক, শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। পথশিশুদের প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন পড়তে বা লিখতে পারে না, যা জীবনভৰ তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়ে যায় এবং তাদেরকে নির্মম ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়।

সবুজের মতো শিশুরা জীবনের খুব অল্প বয়সেই শিখে ঘায় সংগ্রাম কাকে বলে। তারা জানে জীবনের প্রত্যেক দিন একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ হয়তো অন্যদের কাছে অদৃশ্য অথচ তাদের কাছে পরম বাস্তবতা। সৈকতে ঘুরে বেড়ানো পর্যটকদের কাছে সামান্য কিছু বিক্রি করা, কিংবা ছোটখাটো কাজ করে দিন কিছু পয়সা আয়ের মধ্যে দিয়ে তারা শিখেছে কীভাবে এই কঠিন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হয়। মাঝেমধ্যে সবুজ সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোথাও কি বাবাকে খুঁজে পেতে পারে? সমুদ্রের গর্জন শুনে কখনো কখনো তার মনে হয় সমুদ্রের গভীর থেকে বাবার ডাক ভেসে আসে। সহসায় সে বাস্তবে ফিরে আসে। সমুদ্রের অদূরের ঢেউগুলো তার কাছে দীর্ঘশাসের মতো ধৰা দেয়। সবুজ জানে না তার ভবিষ্যৎ কী কিন্তু তার জীবন যুদ্ধের কোনো বিরাম নেই। হয়তো কোনোদিন সে তার বাবার মতোই সমুদ্রের পথে পা বাঢ়াবে। তার ছোট মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতুহল। কিন্তু তার জীবন সংগ্রাম এতটাই তীব্র যে সেই কৌতুহল মিটানোর ফুরসত হয়ে ওঠে না।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে দুইটি পৃথক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প ও সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এটি রিস্ক (ফ্লার) প্রকল্প। এছাড়া শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশব্যাপী চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিশু আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্বাতন ও অবহেলা হাসের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উহা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে এসব কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ছিন্নমূল শিশুদের জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এনজিওগুলো এই শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্য সেবা এবং পুনর্বাসনের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে এ উদ্যোগগুলো যথেষ্ট নয়। যদিও কিছু এনজিও শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুরক্ষা না থাকায় অনেক শিশুরাই সেই সুযোগের বাইরে থেকে যাচ্ছে। শিশুদের পুনর্বাসনের জন্যও নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি রয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

এ সকল অঞ্চলের ছিন্নমূল শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ অত্যন্ত আবশ্যিক। তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি এবং ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শিশুদের জন্য মোবাইল ক্লিনিক চালু করা জরুরি। শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পর্যটকদের সহযোগিতায় সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সবুজের মতো এই শিশুদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার আলো জালাতে পারে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশীজনের ছোট ছোট উদ্যোগগুলোই তাদের জন্য বড় পরিবর্তনের দুয়ার খুলতে পারে। একদিন নিশ্চয়ই তাদের জীবনের আকাশ রঙিন আলোয় ভরে উঠবে আর তাদের জীবনের গল্লগুলো রচিত হবে আনন্দ, গৌরব ও সাফল্যের অক্ষরে। সমাজের ভালোবাসা আর সমর্থন পেলে এই শিশুরাই হয়ে উঠবে আগামী দিনের সম্ভাবনার প্রতীক।

#

নেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

পিআইডি ফিচার